



ভালোবাসার নীল আকাশ

প্রথম ভালোবাসার স্মৃতিভিত্তিক গল্প

“আবেগের পাখায় ভর করে কখনো বাস্তবতার সাগর পাড়ি দেওয়া যায় না”

লেখক: লিয়াকত হোসেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সাগর ও লতার গল্প



প্রস্তাবনা: নীল আকাশের নিচে

প্রথম ভালোবাসা কখনো শুধু একটি সম্পর্কের নাম নয়; সে হলো জীবনের বুকুর ভেতর গোপনে রাখা এক নরম দীপশিখা। সময়ের বাতাসে কত দিন, কত মুখ, কত ঋতু হারিয়ে যায়; তবু যে নাম একবার হৃদয়ের নীল আকাশে মেঘের মতো ভেসে ওঠে, তাকে আর পুরোপুরি মুছে ফেলা যায় না। সে থেকে যায় - কখনো দীর্ঘশ্বাসে, কখনো একাকী জানালার পাশে, কখনো রাতের নীরব প্রার্থনায়।

সাগর ও লতার গল্পও তেমনই এক সত্য স্মৃতি - আবেগ ও অনুভূতির ভেজা পাতায় লেখা। এখানে আছে প্রথম দেখা, ডায়েরির পাতায় লুকোনো কবিতা, চাঁদনী রাতের মায়া, নদীর ঢেউ, অক্ষমতার কঠিন বাস্তবতা এবং একটি কালো গোলাপ, যার গন্ধে শেষ মুহূর্তেও ভালোবাসা অমর হয়ে থাকে।

এই গল্পে প্রেম ফুলের মতো কোমল, আবার ভাগ্যের মতো নির্মম। এখানে কারও চোখের জল শুধু জল নয়; তা হয়ে ওঠে স্মৃতির সিঁদুর, অপ্রাপ্তির নীল ছায়া, আর এক অসমাপ্ত জীবনের গভীরতম কবিতা।

এক. ডায়েরির হারিয়ে যাওয়া পাতা

কলেজের ফার্স্ট ইয়ারেই ওদের প্রথম পরিচয়ের পথ খুলে যায়। সেদিন কলেজ ছুটির পর সবাই যার যার গন্তব্যে ছুটছিল। রাস্তার পাশে বাস-টেম্পুর শব্দ, বন্ধুদের হাসি, কিশোর যৌবনের অস্থির বাতাস - সব মিলিয়ে বিকেলটা ছিল খুব সাধারণ। অথচ জীবনের সবচেয়ে বড় গল্পগুলো অনেক সময় এমন সাধারণ বিকেলের বুকুই নীরবে জন্ম নেয়।

লতা তার এক বান্ধবীকে নিয়ে পাশের রেস্টুরেন্টে বসেছিল। সামনে ধোঁয়া ওঠা কফির কাপ, পাশে তার প্রিয় ডায়েরি। কথার ফাঁকে ফাঁকে কখন যে গাড়ির শব্দে তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ল, খেয়ালই রইল না - ডায়েরিটি রেস্টুরেন্টের টেবিলেই পড়ে রইল, যেন নিজের অজান্তে সে তার হৃদয়ের দরজাই সেখানে রেখে গেলে।

সাগর রেস্টুরেন্টে ঢুকেই ডায়েরিটি দেখতে পেলে। ভেতরে নাম-ঠিকানা লেখা। প্রথমে ভাবল, সরাসরি ফিরিয়ে দেবে; কিন্তু কৌতূহল কখনো কখনো ভাগ্যের দূত হয়ে আসে। সে পাতাগুলো উল্টাতে লাগল। বিকেলের আলো নিভে আসছিল, আর সাগর যেন এক অচেনা মেয়ের মনের জানালার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গেলে।

ডায়েরিতে কয়েকটি কবিতা ছিল। শব্দগুলো হয়তো খুব পরিণত ছিল না, কিন্তু তার ভেতর ছিল কাঁচা আবেগের নির্মল উষ্ণতা। প্রতিটি পঙ্ক্তি পড়ে সাগরের মনে হলো, এই ডায়েরি কাগজের বাঁধাই নয় - এ যেন কারও নিঃসঙ্গ আকাশ, যেখানে মেঘের আড়ালে জমে আছে চাঁদের আলো।

সেদিন রাতে ডায়েরি হাতে নিয়েই সাগর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ভেতরেও শব্দগুলো তাকে ডাকতে লাগল। বুকুর ভেতর যেন অচেনা বসন্তের প্রথম বাতাস বইতে শুরু করেছে। সে স্থির করল - পরদিন কলেজে গিয়ে লতা নামের সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবেই।

দুই. প্রথম দেখা, প্রথম কম্পন

পরদিন সাগর তার বন্ধু তমালকে সঙ্গে নিয়ে লতাকে খুঁজতে লাগল, পাশেই লতা তার কিছু বান্ধবির সাথে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দড়িয়ে গল্প করছিল। এমন সময় লতাকে তমাল ডেকে সাগরের কাছে নিয়ে আসল। সাগর আর লতা মুখমুখি দাড়াইল, দুজনেই চুপ, কেউ কাউকে কিছুই বলছেননা, যেন পৃথিবীর সকল লজ্জা ওদের দুজনকে আলিঙ্গন করে আছে। যেন আগে কেউ কাউকে কখনো দেখেনি, অথচ অদৃশ্য কোনো টান কিংবা সুমধুর সুর যেন কলেজের সেই প্রথম দিন থেকেই ওদের নিরবে কাছে টানছে।

তমাল মৃদু হাসিতে বলল, “তুমি-ই তাহলে সেই লতা যে আমার বন্ধুর রাতের আকাশে নিরবতা নিয়ে এসেছে?”

লতা মুচকি হেসে বলল “হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলতো আমি কি করেছি?” তমাল উত্তর দিল, সে আর আমার বলতে হবে না, আমি বরং যাই তোমরা গল্প করো। তমাল চলে যেতেই-



সাগর কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে ডায়েরির কথা বলল। লতা বুঝতে পারল, আগের দিনের তাড়াহুড়োয় হারিয়ে যাওয়া ডায়েরিটি তারই সে ডায়েরিটি হাতে নিল। ঠোঁটে যে হাসি ফুটল, তা ছিল ভোরের পাতায় জমে থাকা শিশিরের মতো নির্মল।

“আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না,” লতা বলল। “শুধু ধন্যবাদ বললে হয়তো খুব কম বলা হবে।”

সাগর তখনও ডায়েরির কবিতার ঘোরো সে বলল, “আপনার কবিতাগুলো খুব সুন্দর। নিশ্চয়ই আপনি কবিতা ভালোবাসেন?”

লতা নরম কণ্ঠে উত্তর দিল, “যারা কবিতা ভালোবাসে, শুধু তারাই কবিতার প্রশংসা করতে জানে। আপনার কথাগুলোও তো কবিতার মতো।”

সেদিন তাদের কথা খুব বেশি হয়নি; কিন্তু সব কথা কি শব্দের দৈর্ঘ্যে মাপা যায়? কিছু কিছু সংলাপ থাকে, যা সামান্য উচ্চারণ হয়েও সারা জীবনের ভেতর প্রতিধ্বনি হয়ে বাজে। বিদায়ের আগে দুজনের চোখে যে অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠেছিল, সেটিই ছিল প্রথম ভালো লাগার নীরব স্বাক্ষর।

তিন. ডায়েরির ভাঁজে লেখা গোপন বাক্য

লতা বাড়ি ফিরে ডায়েরির পাতা উল্টাতে গিয়ে থমকে গেল। একটি পাতায় সাগরের লেখা - “লতা, তোমার কবিতাগুলো যত সুন্দর, হয়তো তুমি তার চেয়েও বেশি সুন্দর। ভুল বললে ক্ষমা করে দিও।”

একটি মাত্র বাক্য; অথচ সেই বাক্য লতার বুকের ভেতর অচেনা ঢেউ তুলল। তার মনে হলো, কেউ যেন খুব আস্তে এসে তার নিঃসঙ্গ জানালায় আলো রেখে গেছে। সে বুঝতে পারল না - এটি শুধু প্রশংসা, না কি জীবনের নতুন কোনো দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ।

সেই রাতের ঘুম তার চোখে নেমে এল ঠিকই, কিন্তু ঘুমের ভেতরেও নীল আকাশে এক অপরিচিত মুখ ভেসে রইল। লতা প্রথমবার নিজের হৃদয়ের শব্দ শুনে পেল - মৃদু, কাঁপা, অথচ অপূর্ব মধুর।

লতা ছিল বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। ছোটবেলাতেই মাকে হারিয়েছিল। সৎমা আর একজন মহীয়সী পিতার স্নেহে বড় হলেও তার শৈশবের আকাশে এক টুকরো শূন্যতা সব সময় রয়ে গিয়েছিল। জীবন তাকে খুব অল্প বয়সেই শিখিয়েছিল - হাসির আড়ালেও মানুষ কত ব্যথা লুকিয়ে রাখে।

অন্যদিকে সাগর ছিল বাবা-মায়ের আদরের একমাত্র ছেলে। নিরাপদ সংসারের ছায়ায় বড় হলেও তার ভেতর ছিল কবিতা পড়ার নেশা, মানুষের মন বোঝার ক্ষমতা, আর অনুভূতিকে সম্মান করার নরম দৃষ্টি। হয়তো এই কারণেই লতার ডায়েরির শব্দগুলো তার হৃদয়ে এত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

চার. নীল আকাশে দুটি নাম

এরপর নিয়মিত যোগাযোগ শুরু হলো। কথা বাড়ল, অপেক্ষা বাড়ল, নীরবতার মধ্যেও একে অন্যকে খোঁজার অভ্যাস বাড়ল। ডায়েরির পাতা থেকে কবিতা এসে দাঁড়াল বাস্তব জীবনের জানালায়। ভালো লাগা ধীরে ধীরে ভালোবাসায় রূপ নিতে লাগল - কোনো ঘোষণা ছাড়াই, কোনো শপথ ছাড়াই, যেন নদী নিজে নিজেই সাগরের দিকে চলে যায়।

নবযৌবনের হৃদয়-আকাশে তখন সোনালি সূর্য উঠছে। কখনো চিঠির মতো করে মনের কথা বলা, কখনো চাঁদনী রাতের আলোয় চোখের ভাষা পড়া, কখনো কেবল পাশাপাশি হাঁটা - এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোই তাদের পৃথিবীকে বড় করে তুলল।

লতা যখন হাসত, সাগরের মনে হতো শীতের সকালে কুয়াশা সরিয়ে সূর্য উঠেছে। আর সাগর যখন নীরবে তাকিয়ে থাকত, লতার মনে হতো, কেউ তার ভেতরের দীর্ঘদিনের একাকিত্বটুকু খুব মমতায় পড়ে ফেলছে।

দুজনেই প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাস করল। সাফল্যের আনন্দে তাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হলো। এরই মধ্যে সাগরের বাবার পদোন্নতি ও বদলির খবর এল। বাসা পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ল। সাগর মনে মনে চাইছিল, শান্তিনগরে বাসা হলে ভালো হয়। ভাগ্য যেন সেদিন প্রেমিকের প্রার্থনা শুনে ফেলল - নতুন বাসাটি হলো লতাদের বাড়ির একেবারে পাশে।



ভালোবাসার প্রথম সোপান পেরোনোর পথে এ যেন এক মধুর আশীর্বাদ। জানালার দূরত্ব কমে গেল, দেখা করার অজুহাত বাড়ল, আর হৃদয়ের মাঝখানের নিঃশব্দ ফাঁকটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল।

পাঁচ. পাশাপাশি পথচলা

লতা একদিন সাগরকে নিজের বাড়িতে এনে বাবা-মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সাগরের পরিবারের সঙ্গে লতার পরিচয়ের প্রয়োজন হলো না; কারণ পাড়া-প্রতিবেশীর সহজ সম্পর্কের মধ্যে সে পরিচয় অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তীতে তারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে অনার্সে ভর্তি হলো। প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। সাগর আর লতা প্রায়ই একসঙ্গে ক্যাম্পাসে যায়, একসঙ্গে ফেরে। ভিড়ের মধ্যে তারা দুজন নিজেরাই আলাদা এক পৃথিবী তৈরি করে নিত - যেখানে অন্য মানুষের কোলাহল থাকলেও হৃদয়ের কথাই সবচেয়ে স্পষ্ট শোনা যেত।

কখনো বইয়ের পাতায় পড়া কোনো কবিতা নিয়ে কথা হতো, কখনো ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে লতা বলত, “একদিন তুমি অনেক বড় হবে, সাগর।” সাগর হাসত, “তুমি পাশে থাকলে বড় হওয়ার পথও তো সহজ লাগে।” সেই কথাগুলো বাতাসে মিলিয়ে যেত, কিন্তু দুজনের বুকের ভেতর গোপন অঙ্গীকার হয়ে জমে থাকত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভালোবাসা প্রকৃতির নিয়মেই এগিয়ে চলল। একজন অন্যজনকে ছাড়া যেন সবকিছুই অর্থহীন। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ আছে, অথচ পরস্পরের অনুপস্থিতিতে পুরো পৃথিবীটাই তাদের কাছে নির্জন মরুভূমির মতো মনে হতো।

ছয়. নদীর ঢেউ, জীবনের প্রশ্ন

একদিন নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। নদীর তীরে উৎসবের কোলাহল, মানুষের উল্লাস, ঢেউয়ের দোল - সব মিলিয়ে মুহূর্তটি ছিল আনন্দে ভরা। কিন্তু হঠাৎই তাদের নৌকাটি ডুবে গেল। লতা সাঁতার জানত না।

সাগরের সামনে তখন কোনো হিসাব ছিল না, কোনো ভয় ছিল না; ছিল শুধু একটাই সত্য - লতাকে ছাড়া সে তীরে উঠবে না। সে বুকের ভেতর লতাকে জড়িয়ে ধরে শ্রোত, আতঙ্ক আর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করল। অনেক কষ্টে তীরে উঠল দুজন। মানুষ সাগরের সাহসের প্রশংসা করল; কিন্তু সাগরের কাছে তা বীরত্ব নয়, ভালোবাসার স্বাভাবিক দায়িত্ব।

দুজনেই তখন মহাক্লান্ত। তবু মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে লতা কাঁপা হাসিতে বলল, “কিছু হয়নি।” সত্যিই কি কিছু হয়নি? নাকি ভালোবাসা এমনই - ভয়ের কাঁপুনিকেও প্রিয়জনের সামনে হাসির আড়ালে ঢেকে রাখে?

পরদিন সকালে তারা গল্প করতে করতে কলেজে যাওয়ার কথাই ভুলে গেল। লতা আগের দিনের প্রসঙ্গ টেনে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “আমি যদি সত্যিই পানিতে ডুবে মারা যেতাম, তাহলে তুমি কী করত, সাগর?”

সাগর খেমে গেল। তারপর বলল, “তোমাকে হারালে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যেতাম।”

“পাগল হয়ে কী করত?” লতা চোখ নামিয়ে জানতে চাইল।

সাগর খুব ধীরে বলল, “বোকা মেয়ে, বুঝতে পারছ না? তোমাকে এভাবেই জড়িয়ে ধরে রাখতাম - যেন কোনো ঢেউ, কোনো অন্ধকার, কোনো মৃত্যু তোমাকে আমার বুক থেকে আলাদা করতে না পারে।”

লজ্জায় লতার চোখের পাতা নেমে এল। মুহূর্তটি নদীর জলের মতো কাঁপছিল, কিন্তু সেই কাঁপুনির ভেতর ছিল গভীর নিশ্চয়তা - তারা দুজন একে অপরের জীবনের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে।

সাত. অশরীরী আশঙ্কা



হঠাৎ একদিন লতা প্রচণ্ড মাথাব্যথা অনুভব করল। সবাই অবাক; আগে কখনো এমন হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও সাগরের জন্য সেই তিনটি দিন ছিল ভারী, দীর্ঘ, শ্বাসরুদ্ধকর। প্রতিটি ঘন্টা যেন পাথরের মতো তার বুকের উপর চাপা পড়ে থাকল।

সুস্থ হয়ে লতা সাগরের কাছে এল। সাগরের কপালে হাত রেখে নরম কণ্ঠে বলল, “তোমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, তাই না?”

সাগর চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইল। লতা হেসে বলল, “আমার কিছু হয়নি, মহারাজা দেখছ না, আপনার সামনে এক জীবন্ত অষ্টাদশী দাঁড়িয়ে আছে।”

কিন্তু সেই হাসির আড়ালে যেন অদৃশ্য এক ভয় দাঁড়িয়ে ছিল। লতা হঠাৎ বলল, “আজ তোমাকে একটি প্রশ্ন করব। সত্যি সত্যি উত্তর দেবে?”

“দেব,” সাগর বলল।

“আমাকে তুমি কোনোদিন ভুলে যাবে না তো?”

সাগর বিস্মিত হলো। “তোমাকে কীভাবে ভুলব, লতা? তুমি তো আমার হৃদয়ের সবটুকু জায়গা জুড়ে আছ। তুমি না থাকলে আমার ভেতরটা যেন শব্দহীন আকাশ হয়ে যাবে।”

তারপরও লতার বুকের অজানা কপুনি খামল না। সে নিজের লেখা ‘বিয়োগ ব্যথা’ কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করল।

কবিতার ছায়ায়

“আমার বিয়োগ- ব্যথায়, বন্ধু,
ঝরে যদি তোমার আঁখিজল,
নিজ হাতে সাজিয়ে দিও মোরে-
ফিরে আসবে তোমার নয়নের কাজল।”

সাগর তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দিল। “এমন করে বলো না, লতা।” সে লতার মাথা বুকে টেনে নিল। কিন্তু সেই বুকের আশ্রয়েও লতার চোখে যেন দূরের অন্ধকারের ছায়া লেগে রইল। সেদিন থেকেই লতার মুখে এক ধরনের উদাসীনতা দেখা দিতে লাগল - যেন অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো অনিবার্য বিদায় সে একা একা দেখতে পাচ্ছে।

আট. রোগের নাম, নিঃশব্দ বিদায়

অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার আর খুব বেশি দিন বাকি নেই। সাগর পড়াশোনায় মন দিতে চেষ্টা করছে। অন্যদিকে লতার পড়ার টেবিলে বসে থাকা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। কখনো অকারণ মাথা ঘোরে, কখনো অসহ্য যন্ত্রণায় সে প্রলাপ বকো বইয়ের অক্ষরগুলো তার চোখে ঝাপসা হয়ে যায়, অথচ সাগরের মুখটি আশ্চর্যভাবে পরিষ্কার ভেসে ওঠে।

লতার বাবা-মা সাধ্য অনুযায়ী চিকিৎসার চেষ্টা করলেন। প্রথমে সদর হাসপাতালে, তারপর ঢাকার ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হলো। সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার জানান - মস্তিষ্কে ক্যানসার। উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সেই সামর্থ্য লতার পরিবারের ছিল না।

প্রথমে লতাকে সত্যিটা বলা হয়নি। কিন্তু ব্যথা কখনো পুরোপুরি লুকানো যায় না; মানুষের চোখ, নিঃশ্বাস, ঘরের নীরবতা - সবই একসময় সত্যের ভাষা হয়ে ওঠে। কিছুদিনের মধ্যেই লতা বুঝে গেল, তার জীবনের প্রদীপটা ধীরে ধীরে নিভে আসছে।

লতা সাগরকে অনুরোধ করল, একটি কালো গোলাপের চারা এনে দিতে। সাগর তখন নিজের পরীক্ষা, ভবিষ্যৎ আর অক্ষম ভয়ের ভেতর জড়িয়ে পড়েছে। হয়তো সে লতার চোখের গভীর অনুরোধ সহ্য করতে পারছিল না; হয়তো মৃত্যুর ছায়ার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিল। তাই ধীরে ধীরে লতাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল।



তবু একদিন সে একটি কালো গোলাপের চারা এনে দিল। চারা হাতে পেয়ে লতা শিশুর মতো খুশি হলো। তার কণ্ঠে তখন ব্যথা, অথচ সেই ব্যথার ভেতরও প্রেমের আলো। সে বলল, “আমার জীবনের ফোটা ফুল হয়তো আমি দেখে যেতে পারব না; তাই নিজের হাতে লাগানো এই প্রিয় ফুলটি যেন অন্তত দেখে যেতে পারি।”

কথাগুলো শেষ হওয়ার আগেই তার চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এল। সেই অশ্রু ছিল পাহাড়ের নীরব কান্নার মতো - ধীরে ধীরে ঝরছে, কিন্তু থামছে না। লতা জানালার দক্ষিণ পাশে মমতায় গোলাপগাছটি লাগাল। গাছটি ধীরে ধীরে সতেজ হলো, আর লতার জীবনপ্রদীপ ততই নিভু নিভু করে জ্বলতে লাগল।

নয়. দূরত্বের দেয়াল

সাগর পরীক্ষা দিতে গেল, কিন্তু লতাকে একবার জানানোও প্রয়োজন মনে করল না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে লতা তার জন্য দোয়া করল - সাগর যেন ভালো ফল করে, তার জীবন যেন থেমে না যায়। ভালোবাসা কখনো কখনো এতটাই নিঃস্বার্থ হয় যে, নিজের কান্নাকেও প্রিয়জনের সাফল্যের কাছে নীরবে উৎসর্গ করে দেয়।

লতা বুঝে গেল, সাগরের জীবনে লতা নামের মেয়েটির প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। হয়তো তার অসুস্থতা সাগরের স্বপ্নের পথে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাকে বিরক্ত করাও আর ঠিক হবে না।

সাগরের পরীক্ষা শেষ হলো। তবু সে এল না। কখনো বাড়িতে এলে লতা ছুটে যেতে চাইত; কিন্তু সাগর চোখ ফিরিয়ে নিত। লতা আর তাকে জোর করল না। নিজের ভেতরে সে বলল - “আমার অন্ধকার জীবনে তাকে জড়িয়ে আর কী হবে? আমার জন্য যদি তার জীবন নষ্ট হয়, তবে তার সুখের জন্য আমাকেই সরে যেতে হবে।”

বাস্তবতার কঠিন ঝড়ে লতার আশার শেষ আলোকশিখাটুকুও নিভে গেল। চার দেয়ালের ভেতর বন্দি পাখির মতো তার দিন কাটতে লাগল। উঠতে দাঁড়াতেও কষ্ট হয়। তবু মাঝে মাঝে সে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে - সেই জানালার বাইরে তার কালো গোলাপগাছ।

একদিন অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে মিনতি করল, “ওগো, ওই জানালাটা খুলে দাও। আমি প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে চাই। আমি নয়ন ভরে দেখতে চাই আমার ভালোবাসার নীল আকাশ। আমার পায়ের শক্ত শিকলটি খুলে দাও - একবার শুধু প্রকৃতির কাছে যেতে চাই।”

কেউ শুনল না। অথবা শুনেও কেউ বুঝল না। যন্ত্রণার দিনগুলো নদীর স্রোতের মতো বয়ে যেতে লাগল। মাটি যেন পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে; আর লতা অপেক্ষা করছে এমন এক শেষ মুহূর্তের জন্য, যার পরে আর কোনো ব্যথা থাকবে না।

দশ. কালো গোলাপের রাত

শেষ বিকেলের আলো যেমন ধীরে ধীরে অমাবস্যার আড়ালে হারিয়ে যায়, তেমনি লতার জীবনের শেষ আলোও নিভে আসছিল। ঠিক সেই সময় তার চোখ পড়ল প্রিয় গোলাপগাছটির দিকে। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন - একটি ফুল ফুটবে। সেই ফুলের গন্ধে হয়তো তার অন্ধকার জীবন এক মুহূর্তের জন্য আলো পাবে।

হঠাৎ লতার কণ্ঠ জেগে উঠল। “ওই তো আমার প্রিয় গাছে ফুল ফুটেছে! তোমরা আমাকে নিয়ে চলো ওর কাছে। আমি নয়ন ভরে দেখব, প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেব।”

কেউ সাড়া দিল না। লতার আহত হৃদয় ভেঙে চুরমার হতে লাগল। সে যেন শেষবারের মতো পৃথিবীকে ডাকল -

“তোমরা কোথায়? আমি চলে যাচ্ছি। যাওয়ার আগে শুধু একটি অনুরোধ রেখে যাই - আমি তো আমার ভালোবাসার ফুলটি স্পর্শ করে যেতে পারলাম না। আগামীকাল সূর্য ওঠার আগেই ফুলটি ছিঁড়ে আমার সাগরকে দিও। চাঁদনী রাতের স্নিগ্ধতার মতো সে যেন সাগরের জীবন আলোকিত করে রাখো।”



সেই রাতেই সাগর অদ্ভুত এক ডাক শুনল। আধোঘুমে মনে হলো - এ লতার কণ্ঠ। এত রাতে লতা তাকে কেন ডাকছে? তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে যেন শুনতে পেল লতার আকুল আবেদন। মুহূর্তেই তার বুকের ভেতর ঝড় উঠল। এক বছর আগের সেই লতা - যার জন্য তার হৃদয় একসময় ছটফট করত - সব স্মৃতি নিয়ে ফিরে এল।

“আমি আসছি, লতা - আমি আসছি।”

চাঁদনী রাতের নরম আলোয় সাগর ছুটে গেল লতার কাছে। লতার পরিবারের সবাই তখন গভীর ঘুমে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে সাগর দেখল - লতার সমস্ত শরীর বিষণ্ণতার ছায়ায় ঢেকে আছে। যে লতা একসময় সাগরকে এক পলক দেখতে শত বাধা পেরিয়ে ছুটে আসত, আজ সেই লতা তাকে কাছে পেয়েও উঠে বসতে পারছে না।

লতা কেবল হাতের ইশারায় জানালার পাশের গোলাপগাছটি দেখাল। তার চোখের কোণ বেয়ে নীরব অশ্রু ঝরছে। সাগর তাকিয়ে দেখল - সত্যিই এক অপূর্ব শোভায় ফুটে আছে একটি কালো গোলাপ; যেন রাতের বুক চিরে জন্ম নেওয়া এক টুকরো ব্যথার চাঁদ।

সাগর ফুলটি ছিঁড়ে এনে লতার সামনে ধরল। কিন্তু প্রিয় ফুলের গন্ধও আর সহ্য হলো না লতার। তার চোখে ধীরে ধীরে নিদ্রা নেমে এল। পৃথিবীর সব মায়া, সব অপেক্ষা, সব অনুরোধ পেছনে ফেলে সে চিরদিনের জন্য চলে গেল।

এগারো. ভালোবাসার অমর স্মৃতি

সাগর যেন বাস্তবতার বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গেল। কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে এমনভাবে জাগিয়ে তুলল? সে পাগলের মতো “লতা, লতা” বলে চিৎকার করতে লাগল। ঘুম ভাঙল সবার, কিন্তু যার জন্য তার এই আত্ননাড - সে আর কোনো উত্তর দিল না।

এক এক করে সাগরের মনে ফিরে এল সব স্মৃতি: ডায়েরির হারিয়ে যাওয়া পাতা, প্রথম দেখা, লতার মিষ্টি হাসি, কবিতার প্রশংসা, নদীর ঢেউ, বুকের মধ্যে জড়িয়ে তীরে ওঠা, আর সেই প্রশ্ন - “আমাকে তুমি কোনোদিন ভুলে যাবে না তো?”

সাগর এবার সত্যিই বুঝল, ভালোবাসা যখন স্পর্শের সীমা পেরিয়ে চলে যায়, তখন তার অনুপস্থিতিই সবচেয়ে বড় উপস্থিতি হয়ে থাকে। মানুষ হারিয়ে যায়, কিন্তু তার স্মৃতি হারায় না। চোখের আড়াল হওয়া মানুষ হৃদয়ের মণিকোঠায় আরও গভীর হয়ে জেগে থাকে।

লতার কালো গোলাপ সেই রাতের পর আর শুধু একটি ফুল ছিল না; তা হয়ে গেল এক অসমাপ্ত ভালোবাসার প্রতীক। তার গন্ধে ছিল লতার অশ্রু, তার রঙে ছিল বিদায়ের অন্ধকার, আর তার নীরবতায় ছিল একটি সত্য - আবেগের পাখায় ভর করে কখনো বাস্তবতার সাগর পাড়ি দেওয়া যায় না।

তবু প্রথম ভালোবাসা মরে না। সে নীল আকাশের মতোই থেকে যায় - কখনো মেঘে ঢাকা, কখনো অশ্রুতে ভেজা, কখনো চাঁদের আলোয় নিরবধি। সাগরের জীবনে লতা নেই, কিন্তু লতার স্মৃতি আছে। আর সেই স্মৃতিই তার জীবনের গভীরতম কবিতা হয়ে রইল।

— সমাপ্ত —